সমবায়ের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং রূপকল্প

মোঃ মাহবুবুল হাসান, সহকারী পরিদর্শক, উপজেলা সমবায় অফিস, বগুড়া সদর, বগুড়া

সমবায় বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত একটি আদর্শ ও সামাজিক আন্দোলন। দরিদ্র ও অবহেলিত মানুষের কাঙ্ক্ষিত মুক্তির হাতিয়ার হচ্ছে সমবায়। সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে নিজেদের অর্থনৈতিক ওসামাজিক উন্নয়নের জন্য একদল মানুষের যৌথ উদ্যোগকে সমবায় বলা হয়।

হেনরি সি. কালভার্ট এর মতে, সমবায় হলো, "এমন এক ধরনের সংগঠন যেখানে সমতার ভিত্তিতে অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষার জন্য বিভিন্ন ব্যক্তি স্বেচ্ছাকৃত ভাবে মিলিত হয়"

বাংলাদেশে কার্যকর ১৯৮৪ সালের সমবায় অধ্যাদেশের ২(চ) ধারায় বলা হয়েছে, "সমবায় সমিতি বলতে এরূপ সমিতিকে বোঝায় যা অত্র অধ্যাদেশের অধীনে ইতোমধ্যে নিবন্ধিত হয়েছে বা নিবন্ধনের অপেক্ষায় রয়েছে''

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার মতে, সমবায় সমিতি হলো, "সাধারণভাবে নিম্নবিত্তের কতিপয় ব্যক্তির সংঘ যেখানে তারা সাধারণ অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য অর্জনের নিমিত্ত স্বেচ্ছায় সম্মিলিত হয়ে গণতান্ত্রিকভাবে নিয়ন্ত্রিত একটি ব্যবসায় সংগঠন গড়ে তোলে, যাতে তারা সমহারে প্রয়োজনীয় মূলধন সরবরাহ করে এবং যার ঝুঁকি ও সুফল তারা নিজেদের মধ্যে ন্যায্যভাবে বণ্টনের প্রতিশ্রুতি প্রদান করে।"

সংবিধানের ১৩(খ) অনুচ্ছেদে সমবায়ী মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে সমবায়সমূহের সদস্যদের পক্ষে সমবায়সমূহের মালিকানা। এখানে সমবায়কে মালিকানার দ্বিতীয় খাত হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।
এক কথায় সমবায় হচ্ছে শোষণ ও বঞ্চনার হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করে সংঘবদ্ধভাবে বৈধ উপায়ে অর্থনৈতিক মুক্তি লাভ করাই হচ্ছে সমবায়।

সমবায় আন্দোলনের ইতিহাস অনেক পুরানো। ইউরোপের শিল্প বিপ্লবের পর হাজার হাজার শ্রমিক চাকরিচ্যুত হয়ে বেকারত্বের কঠিন অভিশাপে চোখে মুখে অন্ধকার দেখছিল। এ সময় ইংল্যান্ডের রচডেল নামক গ্রামের ২৮ জন তাঁতী ২৮ পাউন্ড পুঁজি নিয়ে ভাগ্য পরিবর্তনের লক্ষ্যে সর্বপ্রথম সমবায় সমিতি গড়ে তোলে। ১৮৪৪ সালে প্রতিষ্ঠিত এই সমিতি সমবায়ের অগ্রণী সমিতি হিসেবে পরিচিত। ইংল্যান্ডের রচডেল গ্রামের সমতাবাদীদের সমবায় সমিতি পৃথিবীর প্রথম সফল সমবায় সমিতি হিসেবে সবর্জন স্বীকৃত।

সে সময়ে শিল্পপতিরা তাদের খেয়াল খুশিমত শিল্পকারখানায় উৎপাদিত পণ্যের দাম, শ্রমিকদের মজুরি ইত্যাদি নির্ধারণ করত।এসব প্রতিকূল পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাবার জন্য ইউরোপের বিভিন্ন দেশের শ্রমিক কর্মী ও দরিদ্র জনগণ সমবায় আন্দোলন নামে এক বিশেষ মতবাদে ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে। ১৯০৪ সালে ভারতবর্ষে বিধিবদ্ধ সমবায় আইন চালু হয়। ১৯০৬ সালে জগত বিখ্যাত বিজ্ঞানী স্যার পি,সি,রায় এর প্রচেষ্টায় রাড়ুলীসহ বিভিন্ন এলাকার ৪১টি কৃষি ঋণদান সমবায় সমিতি গড়ে তোলেন। । আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে সমবায়ের কোনো বিকল্প নেই। বাংলাদেশ একটি উন্নয়শীল দেশ। এদেশের অধিকাংশ মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করে। দেশের মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত জনগণের একার পক্ষে অনেক কিছু করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। সেখানে প্রয়োজন হয় ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা। সমবায় আর্থসামাজিক উন্নয়নমূলক সংগঠন। সমাজের বিত্তহীন ও নিম্নবিত্ত সম্পন্ন মানুষদের শোষণ ও বঞ্চনার হাত থেকে রক্ষা করে তাদের দারিদ্র্য বিমোচন ও স্বনির্ভরতা অর্জন করাই এর লক্ষ্য।

সমবায়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

এ সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে সংগঠনের লক্ষ্য (ভিশন) এবং উদ্দেশ্য (মিশন) সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা থাকা চাই। লক্ষ্য বা ভিশন হচ্ছে একটি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বক্তব্য যা একটি সংগঠন মধ্যবর্তী বা দীর্ঘমেয়াদে অর্জন করতে চায়। আর উদ্দেশ্য বা মিশন হচ্ছে লক্ষ্য পূরণে সংগঠনটি মধ্যবর্তী মেয়াদে বা দীর্ঘমেয়াদে কী কী কাজ সম্পাদন করবে। সহজ কথায় ভিশন হচ্ছে স্বপ্ন দেখা আর মিশন হচ্ছে স্বপ্ন বাস্তবায়নে দৃঢ়তার সঙ্গে কিছু কাজ সম্পাদন করা। এ স্বপ্নটা কিন্তু কোনো ব্যক্তির বা বহিঃপ্রেরণাকারীর স্বপ্ন নয়; এ স্বপ্ন দেখতে হবে সংগঠনের সব মিলে ফলে তার বাস্তবায়নও হবে সবার অংশীদারিত্বে।
কাজেই একটি সংগঠনের ভিশন ও মিশন ঠিক করতে সব সদস্যর অংশগ্রহণ জরুরি। বাংলাদেশের সমবায় সমিতির গঠনতন্ত্র বা উপধারা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে সব ভিশন ও মিশন মোটামুটি একই। ফলে সংগঠন কি লক্ষ্যে করব, লক্ষ্য পূরণে কী কী কাজ করব, কোন পদ্ধতিতে করব, কখন করব, কাকে কী কাজ দেব, ইত্যাদি প্রশ্ন সমবায়ীদের মনে জাগে না। প্রশ্ন জাগে না তো স্বপ্নও জাগে না, স্বপ্ন নাই তো আপনি একটি নাবিকহীন বা বৈঠাহীন নৌকা। আপনার লক্ষ্য নাই তো আপনার গন্তব্যও নাই। ফলে সংগঠন গড়ে তোলার মূলেই রয়েছে সবার অংশীদারিত্বে ভিশন ও মিশন স্থির করা। ভিশন ও মিশন ঠিক করতে গিয়েই একটি সংগঠন সর্বপ্রথম তার সদস্যদের মাঝে সংগঠনের প্রতি মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করে। সবার অংশগ্রহণে যখন সংগঠনের ভিশন ও মিশন তৈরি করা হয় তখন সেটি পূরণে সব একযোগে কাজ করে যেহেতু সবাই স্বপ্নপূরণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকে।

সমবায় সমিতির লক্ষ্যঃ

সমবায়ের মূল লক্ষ্য হলো পুঁজিপতি ও শিল্পপতি তথা ধনিক, বণিক, মহাজনদের হাত থেকে মুক্ত হয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে দুর্বল ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক কল্যাণ নিশ্চিত করা । 'একতাই বল', 'স্বাবলম্বনই সর্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বন', 'অধিক মুনাফা অপেক্ষা সেবাই শ্রেয়' ইত্যাদি এ সংগঠনের মূলমন্ত্র। সমবায় সমিতির প্রধান লক্ষ্য সমূহ হচ্ছে- একতা, সাম্য, সেচ্ছাশ্রম, সেবা, একাত্ববোধ, মিতবায়িতা, সহযোগীতা, সমভোটাধিকার বা গনতান্ত্রিকতা, মুনাফার সমবন্টন, রাজনীতি ও ধর্মনিরপেক্ষতা

এ্ছাড়াও সমবায় সমিতি কতগুলো লক্ষ্য পূরনে গঠিত হয় যেমনঃ

১. আত্মরক্ষার মাধ্যম :-ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় ধনীদের দ্বারা দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি অর্থনৈতিক নিষ্পেষণের শিকার হয়। সমবায় শোষক শ্রেণির হাত হতে শোষিতদের আত্মরক্ষার মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।

২. স্বেচ্ছাকৃত সংঘবদ্ধতা :-শুধুমাত্র স্বেচ্ছাকৃতভাবে কতিপয় ব্যক্তি সমবায়ের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান গঠন করে, কোনো রকম বাধ্যবাধকতার স্থান এখানে নেই।

৪. সমসদস্যপদ :-সমস্বার্থ বিশিষ্ট প্রত্যেক লোকের জন্যই এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের সদস্যপদ খোলা। অর্থাৎ সমঅর্থনৈতিক চরিত্র এবং একই বিষয়ে সমরূপ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট যে কোনো ব্যক্তিই সমবায়ের সদস্য হতে পারে।

৫. সহযেই কার্যসাধন:-ব্যবসায়ের কোনো বিশেষ অংশে অর্থাৎ উৎপাদন, বণ্টন ইত্যাদিতে জড়িত হয়ে সম্মিলিতভাবে খুব সহযেই কার্য পরিচালনার মাধ্যমে সদস্যদের কল্যাণ সাধনই এরূপ প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। মুনাফা অর্জন এর মূল উদ্দেশ্য নয়।

৭. মূলধনের উৎস :- খুব সহযেই বড় অংকের মূলধন গঠণ করা যায় বলে সমবায় একটি গুরুত্বপূর্ন মূলধনগঠনের মাধ্যম।

৮. আইনগত মর্যাদা :-সমবায় আইন অনুসারে প্রতিষ্ঠিত হয় বলে সমবায় সমিতির আইনগত মর্যাদা আছে। এটি পৃথক ব্যক্তিসত্তার অধিকারী এবং নিজ নামে মামলা দায়ের করতে পারে।

সমবায় সমিতির উদ্দেশ্য :-

সমবায় সংগঠনের কল্যাণধর্মী উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নে আলোচিত হলো:

১. সদস্যদের অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধন :-সমবায় সমিতির প্রধানতম লক্ষ্য হচ্ছে এর সদস্যদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন। শ্রমিক শ্রেণি ও দরিদ্র জনগোষ্ঠী নিজেদের অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে উৎপাদন, ক্রয়, বিক্রয়, ঋণদান প্রভৃতি কার্যে সম্পৃক্ত হয়ে আর্থিক স্বচ্ছলতা আনয়নে সচেষ্ট হওয়া।

২. মধ্যস্বত্বভোগীদের উচ্ছেদ :-মধ্যস্থ ব্যবসায়ী, পুঁজিপতি ও মহাজন শ্রেণির হাত থেকে সমাজের নিম্নবিত্ত দরিদ্র শ্রেণির লোকদের রক্ষা করা সমবায়ের আরও একটি বিশেষ উদ্দেশ্য।

৩. মূলধনের যোগান :-সমবায় সমিতি বহুলোকের পুঁজিকে একত্রিত করে বড় আকারের মূলধনের যোগান দেয়। এককভাবে পুঁজির সংস্থান করে, বৃহৎ সংগঠনের সাথে

প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়া অসম্ভব। কিন্তু সংগঠিত উপায়ে তথা সমবায়ের মাধ্যমে অধিক মূলধন নিয়ে ব্যবসায় জগতে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা সহজ হয়।

৪. কর্মসংস্থান :-অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত এমনকি শিক্ষিত বেকার যুবকদের কর্মের সংস্থান করা সমবায়ের আরেক উদ্দেশ্য । কৃষি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ইত্যাদি বহুবিধ ক্ষেত্রে বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান হয় এ সমবায়ের মাধ্যমেই।

৫. সম্পদের সুষম বণ্টন :-সমবায় সমিতি সমাজের উচ্চশ্রেণি ও নিম্নশ্রেণির মধ্যে ধনবৈষম্য দূর করতে সহায়তা করে। সকল শ্রেণির মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমতা রক্ষার প্রচেষ্টাই সমবায়ের উদ্দেশ্য।

৬. জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন :-সমবায় সমিতির মাধ্যমে সদস্যদের আর্থিক নিরাপত্তা দেওয়া। এতে ব্যক্তি ও রাষ্ট্র আর্থিকভাবে লাভবান হয়।

৭. ঐক্য প্রতিষ্ঠা :-অর্থাৎ ঐক্যই শক্তি- এ মূলমন্ত্রে বিশ্বাসী হয়ে ঐক্য প্রতিষ্ঠা সমবায়ের অপর এক উদ্দেশ্য। সমাজের বঞ্চিত ও নিগৃহীত শ্রেণিকে সমবায় ঐক্যের পথে ধাবিত করে।

৮. নেতৃত্ব সৃষ্টি :-সমবায় তৃণমূলে নেতৃত্ব সৃষ্টিতে সহায়তা করে। কেননা সমবায় সমিতি সদস্যদের নির্বাচিত প্রতিনিধির দ্বারা পরিচালিত হয়। প্রতিনিধিরা বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমেও অংশ নিয়ে দক্ষতা অর্জন ও নেতৃত্বের বিকাশ ঘটাতে পারে।

০৯. সামাজিক কল্যাণ :-সদস্যদের স্বার্থ রক্ষাই সমবায়ের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। সমবায় সমিতি সামাজিক কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যেও প্রতিষ্ঠিত হয়। স্কুল-কলেজ, রাস্তা-ঘাট, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ত্রাণ ও পুনবার্সন কার্য ইত্যাদির মাধ্যমে সমবায় সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজে অংশ নেয়।

১০. সংঘবদ্ধ করা :-সমবায় সমিতির অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে কতিপয় সমশ্রেণিভূক্ত ও সমমানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের সংঘবদ্ধ করে তোলা। একক প্রচেষ্টায় সম্ভব নয় বিধায় সমবায়ের মাধ্যমে কতিপয় লোক নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নে সংঘবদ্ধ হয়।

১১. সঞ্চয়ের প্রবণতা সৃষ্টি :-সদস্যদের মধ্যে সঞ্চয়ের প্রবণতা সৃষ্টি করা সমবায়ের অন্যতম আরেকটি উদ্দেশ্য। সদস্যদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুঁজি একত্রিত করে বৃহৎ পুঁজি সৃষ্টি করা হয়। এতে তাদের সঞ্চয়ের প্রবণতা বাড়ে।

উপরোক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সমূহ বিশ্লেষনে এটাই প্রতিয়মান হয়যে, সমবায় সমিতি মূলত অবহেলিত , নিপিড়িত ও পিছিয়ে পড়া বিশেষ করে যারা শ্রমিক শ্রেণী তাদের ভাগ্যউন্নয়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে থাকে। কারন যাদের ভাগ্যের উন্নয়ন হয়ে গেছে তাদের সমবায় সমিতি করতে কমই দেখা যায়। তাই মানে শুধু এই নয় যে সমবায় সমিতি শুধু মাত্র বাত্য জনের জন্য গঠিত সংগঠন। কারন যে যেটা পায়নি তার কাছে সেটাই অভাব এবং চাহিদা । আর সেই চাহিদা পূরনেই সমবেত ভাবে সফলতা অর্জিনই সমবায়ের মূল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য। সেটা ধনী গরিব, শ্রমিক, পেশাজীবি সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । যারা শ্রমিক তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে সমবায় পদ্ধতিতে যথাযথ পথ অনুসরন করে নিজেদের ভাগ্য উন্নয়ন করা। নিজেদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করা । যারা পেশাজীবি তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে সমবেত ভাবে পেশার ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়াকে অতিক্রম করা। বিভিন্ন শ্রেনীর সমবায় সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ভিন্ন হতে পারে তবে সমবেত প্রচেষ্ঠায় প্রতিকূলতা সামলিয়ে আর্থ সামাজিক উন্নয়ন করার বিষয়ে সমবায়ের লক্ষ এক এবং অভিন্ন।

সমবায়ের রুপকল্প (অভিলক্ষ্য)ঃঃ

বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে- এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এই পরিপ্রেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।আমাদের সমবায় আন্দোলন হবে সাধারণ মানুষের যৌথ আন্দোলন। কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি জনতার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান।”

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক বর্তমান সময়ে যে রুপকল্প নির্ধারন করা হয়েছে তা হচ্ছে-

***টেকসই সমবায়, টেকসই উন্নয়ন।**

***সমবায়ীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষি, অকৃষি, আর্থিক ও সেবা খাতে টেকসই সমবায় গড়ে তোলা।**

এ প্রসঙ্গে টেকসই সমবায় সমিতি সম্পর্কে আলোকপাত করতে গেলে বলতে হয় "ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিজস্ব চাহিদা পূরণের দক্ষতায় আপোষ না করে যে উন্নয়ন বর্তমানের চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম তা-ই হচ্ছে টেকসই উন্নয়ন।"

একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য হিসেবে প্রাথমিকভাবে প্রায় ১২ টি এজেন্ডা চিহ্নিত করেছে। লক্ষ্যগুলো হল—

(১) দারিদ্র বিমোচন, (২) মহিলাদের ক্ষমতায়ন এবং লিঙ্গ-সমতা, (৩) গুণগত শিক্ষা এবং জীবনব্যাপী শিক্ষা, (৪) স্বাস্থ্য সুরক্ষা, (৫) খাদ্য-নিরাপত্তা ও উত্তম পুষ্টি, (৬) সর্বজনীন পানি প্রাপ্তি ও পরিচ্ছন্নতার সুযোগ, (৭) স্থিতিশীল বিদ্যুৎপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা, (৮) কর্মের সুযোগ, জীবিকার নিশ্চয়তা এবং সমদর্শী উন্নয়ন, (৯) প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবস্থাপনা, (১০) সুশাসন এবং দক্ষ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, (১১) স্থিতিশীল এবং শান্তিময় সমাজ প্রতিষ্ঠা, (১২) বিশ্বজনীন ভালো পরিবেশ ও দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক উন্নয়ন ।

বর্তমানে টেকসই সমবায় সমিতির যে চিত্র দেখা যায় তার অবয়ব শুধু ব্যাক্তি কেন্দ্রিক ছাড়া আর কিছুই নয়। সমষ্টির উন্নতি থেকে অভিলক্ষ বা ফোকাসটি সরে এসেছে ব্যাক্তির উন্নয়নে। সমষ্টির যে আর্থসামাজিক উন্নয়নের কথা সমবায়ে বলা হয়েছে তা বর্তমানে প্রেক্ষাপটে কতটুকুই বা সম্ভব। কারন পাঁচ ভাই যেখানে একসাথে একমতে থাকতে পারেনা সেখানে কিভাবে বিশজনের অধিক মানুষ একত্রিত ভাবে একই মতে প্রতিষ্ঠিত হবে । এর কারনেই ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে দন্দ্ব ও কলহ দেখা দিচ্ছে। প্রশ্নটি স্বাভাবিক তবে এর থেকে উত্তোরনের পথও নির্ধারন করা পয়োজন, যেমন-

১) সঠিক নেতৃত্বঃ সমবায় সমিতিতে সঠিক নেতৃত্ব নিশ্চিত করা এবং নেতার প্রতি অনুগত থাকা। এক্ষেত্রে গনতান্ত্রিক উপায়ে সমবায় আইন ও বিধিমালার আলোকে ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন নিশ্চিত করা।

২) স্বাধীন মত প্রকাশের সুযোগ রাখাঃ গনতান্ত্রিক মতপ্রকাশের সুযোগের উপায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহনের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ন বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহন নিশ্চিত করা।

৩) মুলধনের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করাঃ শেয়ার, সঞ্চয় সহ বিভিন্ন মূলধনের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

৪) **মুলধনের সঠিক হিসাব নিশ্চিত করাঃ** বিভিন্ন আয় ব্যয়ের সঠিক ভাউচার সংরক্ষন করা এবং রেজিষ্টারে সঠিক ভাবে লিপিবদ্ধ নিশ্চিত করা।

৫) **লভ্যাংশ বন্টনঃ** সদস্যদের মাঝে সঠিক লভ্যাংশ বন্টন নিশ্চিত করা।

৬) **মনিটরিং ও অডিট নিশ্চিত করাঃ** সমিতির সঠিক মনিটরিং এবং বছরে একবার দাপ্তরিক ও অভ্যন্তরিন অডিট যেন সঠিক হিসাব অনুযায়ী হয় তা নিশ্চিত করা।

পরিশেষে সমবায় এর লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য যদি বাস্তবায়ন না হয় তাহলে সে লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য নির্ধারনে কোন সার্থকতা নেই। যে পুজিবাদ, সামন্তবাদ এবং মহাজনী প্রথা থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে সমবায় এর জন্ম হয়েছে, সমবায়ের খোলসে যদি সেই প্রথাতেই ফিরে যাওয়া হয় তাহলে সমবায় হবে সে সকল অনৈকিত কর্মকান্ডকে বৈধতাদানের একটি মাধ্যম মাত্র। যে লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য নিয়ে সমবায়ের সৃষ্টি আসুন আমরা সেই লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য কে পূরনকেই আমাদের আগামীর রুপকল্প নির্ধারন করি।

মোঃ মাহবুবুল হাসান
সহকারী পরিদর্শক
উপজেলা সমবায় অফিস
বগুড়া সদর, বগুড়া।